ত্রিংশতি অধ্যায়

যদুবংশের অন্তর্ধান

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্বরণ বিষয়ক যদুবংশের অন্তর্ধান সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীউদ্ধবের বদরিকাশ্রমে গমনের পর, বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্ভাগ্য নিরসন করতে যাদবগণকে দ্বারকা ত্যাগ করে প্রভাসে সরস্বতী নদীর তীরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করতে আদেশ করেন। তাঁরা তাঁর আদেশ পালন করে প্রভাসে গমন করেন। সেখানে তাঁরা উৎসবে মগ্ন হন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা মদিরা পান করে নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এইভাবে বুদ্ধিহারা হয়ে, তাঁরা নিজেদের মধ্যে কলহ করে, একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেন এবং শেষে তাঁরা একজনও জীবিত ছিলেন না।

তারপর, শ্রীবলদেব সমুদ্র তীরে গমন করে অলৌকিক যোগশক্তি বলে নিজদেহ পরিত্যাগ করেন। বলদেবের অন্তর্ধান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৌনভাবে ভূমিতে উপবেশন করেন। তারপর জরা নামক এক শিকারি ভগবানের বাম পদতলকে হরিণ ভ্রমে তীর বিদ্ধ করে। শিকারি তৎক্ষণাৎ তার ভুল বুঝতে পেরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পতিত হয়ে, দণ্ডগ্রহণের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করতে থাকে। তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিকারিকে বললেন যে, সে যা করেছে, তা তাঁর (ভগবানের) নিজ ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। তারপর ভগবান সেই শিকারিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক, সেখানে আগমন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই অবস্থায় দর্শন করে শোক করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, সে যেন দ্বারকায় গমন করে দ্বারকাবাসীগণকে যদুবংশের অন্তর্ধান সংবাদ প্রদান করে এবং তাঁদেরকে দ্বারকা ত্যাগ করে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করতে উপদেশ প্রদান করে। দারুক অনুগত হয়ে এই আদেশ পালন করেছিল।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ততো মহাভাগবত উদ্ধবে নির্গতে বনম্ ।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **ততঃ**—তারপর; **মহাভাগবত**—মহাভক্ত; **উদ্ধবে**—উদ্ধব; **নির্গতে**—গমনের পর; **বনম্**—বনে; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকায়; **কিম্**—কী; **অকরোৎ**—করেছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভূত**—সর্বজীবের; **ভাবনঃ**—রক্ষক।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—মহাভাগবত উদ্ধব বনে গমনের পর সর্বজীবের রক্ষক, পরমপুরুষ ভগবান দ্বারকা নগরীতে কী করেছিলেন?

তাৎপর্য

পরীক্ষিৎ মহারাজ এখন শুকদেব গোস্বামীর নিকট এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের বিষয়, অর্থাৎ যদুবংশের অন্তর্ধান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় জগতে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু একজন সাধারণ যদুবংশীয় সদস্যের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, তাই ব্রাহ্মণদের অভিশাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি তাঁর ভৌম লীলা সম্বরণ করলেন বলে মনে হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারও দ্বারা বাস্তবে অভিশপ্ত হতে পারেন না। নারদাদি মুনিগণ, যাঁরা যদুবংশকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের ভক্ত, তাঁরা কীভাবে তাঁকে (ভগবানকে) অভিশাপ দেবেন? সুতরাং, লীলা সংবরণ করে যদুবংশ সহ এই পৃথিবী ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি এবং ঈপ্সিত ইচ্ছা প্রদর্শন করেছিলেন। তা থেকে প্রমাণিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের পরম শক্তিকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না।

শ্লোক ২

ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ ।
প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম-শাপঃ—ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দ্বারা; **উপসংসৃষ্টে**—বিধ্বস্ত হয়ে; **স্ব-কুলে**—তাঁর নিজ পরিবার; **যাদব-ঋষভঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **প্রেয়সীম্**—পরম প্রিয়; **সর্বনেত্রাণাম্**—সকলের চোখে; **তনুম্**—শরীর; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কীভাবে; **অত্যজৎ**—ত্যাগ করেছিলেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ফলে তাঁর নিজকুল বিধ্বস্ত হওয়ার পর সকলের নয়নমণি যদুশ্রেষ্ঠ কীভাবে অন্তর্ধান হলেন?

তাৎপর্য

এই শ্লোক সম্পর্কে, শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ ভগবান কখনও তাঁর নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। সেই জন্য *কথম্* শব্দটি সূচিত করে, "কীভাবে তা সম্ভব?" যার অর্থ হচ্ছে, *প্রেয়সীং সর্বনেত্রাণাম্*, চক্ষু এবং আর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের জন্য পরম আকর্ষণীয়, আনন্দপ্রদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ ত্যাগ করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা যত্র লগ্নং ন শেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং ন সরতি ততো যৎ সতামাত্মলগ্নম্ ।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কিং নু মানং কবীনাং
দৃষ্টা জিষ্ণোর্যুধি রথগতং যচ্চ তৎসাম্যমীয়ুঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাক্রষ্টুম্—প্রত্যাহার করতে; **নয়নম্**—তাদের চক্ষু; **অবলাঃ**—নারীগণ; **যত্র**—যাতে; **লগ্নম্**—আসক্ত; **ন-শেকুঃ**—তারা অসমর্থ; **কর্ণ**—কর্ণ; **আবিষ্টম্**—প্রবেশ করে; **ন-সরতি**—যেতো না; **ততঃ**—তখন থেকে; **যৎ**—যে; **সতাম্**—ঋষিদের; **আত্ম**—তাদের হৃদয়ে; **লগ্নম্**—আসক্ত; **যৎ**—যার; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **বাচাম্**—বাক্যের; **জনয়তি**—উৎপন্ন করে; **রতিম্**—বিশেষ আনন্দপ্রদ আকর্ষণ; **কিম্ নু**—কি বলা যাবে; **মানম্**—খ্যাতি, **কবীনাম্**—কবিগণের; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **জিষ্ণোঃ**—অর্জুনের; **যুধি**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **রথ-গতম্**—রথারূঢ়; **যৎ**—যে; **চ**—এবং; **তৎ-সাম্যম্**—তাঁর সমপর্যায়, **ঈয়ুঃ**—লাভ করেছিল।

অনুবাদ

ভগবানের দিব্যরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে নারীগণ তা প্রত্যাহার করতে সমর্থ হত না, ঋষিগণের কর্ণে সেইরূপ প্রবেশ করলে তাঁদের হৃদয়ে তা দৃঢ়বদ্ধ হত, তা কখনও দূর হত না। খ্যাতি অর্জনের আর কি কথা, যে সমস্ত মহান কবি ভগবানের রূপের বর্ণনা করেছেন, তাঁরা প্রীতিপ্রদ দিব্য আকর্ষণে মগ্ন হয়ে উপযুক্ত শব্দ সংযোজন করেছেন। আর অর্জুনের রথারূঢ় রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত যোদ্ধারা সারূপ্য মুক্তিলাভ করেছিল।

তাৎপর্য

ব্রজগোপীগণ এবং আদি লক্ষ্মী রুক্মিণী দেবীর মতো দিব্য, মুক্ত ব্যক্তিগণ নিরন্তর ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মহান মুক্ত ঋষিগণ (*সতাম্*), ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা শ্রবণ করে তাঁদের হৃদয় থেকে তা আর বাইরে আনতে

পারেননি। ভগবানের দৈহিক সৌন্দর্য মুক্ত মহাকবিগণের প্রেম এবং কবিত্ব শক্তির বিস্তার ঘটিয়েছে। আর কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করে কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাগণ ভগবানের মতো নিত্য রূপ লাভ করে চিন্ময় মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় রূপকে জাগতিক বলে কল্পনা করা কখনই উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সনাতন দেহ ত্যাগ করেছিলেন বলে যারা কল্পনা করে, তারা নিশ্চয় ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্ ।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—ঋষি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **দিবি**—আকাশে; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **অন্তরিক্ষে**—মহাকাশে; **চ**—এবং; **মহা-উৎপাতান্**—মহা উৎপাত; **সমুত্থিতান্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **আসীনান্**—যিনি উপবিষ্ট ছিলেন; **সু-ধর্মায়াম্**—সুধর্মা নামক বিধান সভায়; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **প্রাহ**—বললেন; **যদূন**—যদুগণকে; **ইদম্**—এই।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আকাশে, ভূমিতে এবং মহাকাশে অনেক উৎপাত জনক লক্ষণ দর্শন করে সুধর্মা সভাগৃহে সমাগত যদুবংশীয়গণের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বক্তব্য রাখলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, আকাশের অশুভ সংকেত ছিল সূর্যের চারপাশে অবস্থিত উজ্জ্বল মণ্ডল, ভূমিতে তখন ছোট ছোট ভূকম্প হচ্ছিল, এবং মহাকাশে ছিল দিগন্ত জুড়ে এক অস্বাভাবিক রক্তিমতা। এই সমস্ত এবং আরও অন্যান্য অনুরূপ অশুভ লক্ষণগুলির প্রতিকার করা ছিল অসম্ভব, কেননা ভগবান স্বয়ং সেগুলির ব্যবস্থা করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্বত্যাং যমকেতবঃ ।
মুহূর্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **এতে**—এই সমস্ত; **ঘোরাঃ**—ভয়ঙ্কর; **মহা**—মহা; **উৎপাতাঃ**—অশুভ লক্ষণ; **দ্বার্বত্যাম্**—দ্বারকায়; **যম**—যমরাজের; **কেতবঃ**—পতাকা; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্ত; **অপি**—এমনকি; **ন স্থেয়ম্**—থাকা উচিত নয়; **অত্র**—এখানে; **নঃ**—আমরা; **যদু পুঙ্গবাঃ**—হে যদুশ্রেষ্ঠগণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে যদুশ্রেষ্ঠগণ, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য কর, দ্বারকায় মৃত্যুপতাকার মতো ভয়ঙ্কর লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হয়েছে। আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বৈদিক শাস্ত্রাদি থেকে বহুভাবে প্রমাণ করেছেন যে, নররূপী পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম, ধাম, তাঁর আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র এবং পরিকর, এ সবই হচ্ছে জড় কলুষ রহিত নিত্য চিন্ময় অভিব্যক্তি। (পরিশিষ্ট দেখুন, পৃষ্ঠা ৬২২) এই বিষয়ে আচার্য মহাশয় আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, জীবেদের পাপ কর্মের প্রতিক্রিয়া যেহেতু ভোগ করতেই হবে, সেইজন্য ভগবান ব্যবস্থা করেন, যাতে সেই সমস্ত শাস্তি তারা কলিযুগে প্রাপ্ত হয়। ভিন্নভাবে বলা যায়, বদ্ধজীবেরা পাপ করুক আর শাস্তি লাভ করুক, এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয়, কিন্তু তারা যেহেতু ইতিমধ্যেই পাপিষ্ঠ, তাই ভগবান একটি উপযুক্ত যুগের সৃষ্টি করেন, যখন তারা অধর্মের তিক্ত ফল আস্বাদন করতে পারে।

দ্বাপরের শেষে ভগবান স্বয়ং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য বিভিন্নভাবে আবির্ভূত হওয়ার ফলে, সেই সময় পৃথিবীতে ধর্ম ছিল অত্যন্ত তেজস্বী। সমস্ত বড় বড় অসুরেরা নিহত হয়েছিল; মহর্ষিগণ, সাধু ও ভক্তগণ দারুণভাবে উৎসাহিত, উদ্ভাসিত এবং সমৃদ্ধ হয়েছিলেন; আর সেখানে কদাচিৎ কোনও অধর্মের স্থান ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর দিব্য দেহে বিশ্বের সবার সম্মুখে বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করতেন, তবে কলিযুগের সমৃদ্ধি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যেভাবে অপ্রকট হয়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই অপ্রকট হয়েছিলেন। হাজার হাজার বৎসর পরও লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মা এখনও ভগবানের এই অপূর্ব লীলাকথা আলোচনা করে থাকেন। কলিযুগের আগমন সম্ভব করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে তাঁর ভৌমলীলা সম্বরণ করলেন যে, যারা তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত নয় তারা তাতে বিভ্রান্ত হবে।

ভগবানের নিত্য রূপের বর্ণনা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শঙ্করাচার্যসহ সমস্ত মহান আচার্যদের মতানুসারে ভগবানের

নিত্য রূপ হচ্ছে পরম সত্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, চিন্ময় রূপ উন্নত ভক্তদের জন্য উপলব্ধ ঘটনা হলেও, অপরিণত ভক্তদের জন্য ভগবানের লীলা এবং পরিকল্পনা অভাবনীয় এবং দুর্বোধ্য।

শ্লোক ৬

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বিতঃ ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী ॥ ৬ ॥

স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীলোকেরা; **বালাঃ**—শিশুরা; **চ**—এবং; **বৃদ্ধাঃ**—বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ; **চ**—এবং; **শঙ্খ-উদ্ধারম্**—শঙ্খোদ্ধার নামক পবিত্র স্থানে (দ্বারকা এবং প্রভাসের প্রায় মাঝপথে); **ব্রজন্তু**—গমন করা উচিত; **ইতঃ**—এখান থেকে; **বয়ম্**—আমরা; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **যাস্যামঃ**—গমন করব; **যত্র**—যেখানে; **প্রত্যক্**—পশ্চিমমুখে প্রবাহিত; **সরস্বতী**—সরস্বতী নদী।

অনুবাদ

নারী, শিশু এবং বৃদ্ধগণ এই শহর পরিত্যাগ করে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করব।

তাৎপর্য

এখানে *বয়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যদুবংশের শক্ত-সমর্থ পুরুষগণ।

শ্লোক ৭

তত্রাভিষিচ্য শুচয় উপোষ্য সুসমাহিতাঃ ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ ॥ ৭ ॥

তত্র—সেখানে; **অভিষিচ্য**—স্নান করে; **শুচয়ঃ**—শুদ্ধ হয়ে; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সু-সমাহিতাঃ**—মনকে সমাহিত করে; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **পূজয়িষ্যামঃ**—আমরা পূজা করব; **স্নপন**—স্নানের দ্বারা; **আলেপন**—চন্দন চর্চিত করে; **অর্হণৈঃ**—এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য দিয়ে।

অনুবাদ

সেখানে আমরা শুদ্ধির জন্য স্নান করে, উপবাস করে, আমাদের মনকে সমাহিত করব। তারপর আমরা দেবমূর্তিগণকে স্নান করিয়ে, চন্দন লেপন করে, এবং বিভিন্ন নৈবেদ্য অর্পণ করে তাঁদের অর্চন করব।

শ্লোক ৮

ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান্ কৃতস্বস্ত্যয়না বয়ম্ ।
গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণান্—ব্রাহ্মণগণ; **তু**—এবং; **মহাভাগান্**—মহাভাগ্যবান; **কৃত**—সম্পাদন করে; **স্বস্তি-অয়নাঃ**—সৌভাগ্যের জন্য উৎসব; **বয়ম্**—আমরা; **গো**—গাভীগণসহ, **ভূ**—ভূমি; **হিরণ্য**—স্বর্ণ; **বাসোভিঃ**—এবং বস্ত্র; **গজ**—হস্তি; **অশ্ব**—অশ্ব; **রথ**—রথ; **বেশ্মভিঃ**— এবং গৃহ।

অনুবাদ

মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণদের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্তাদি কৃত্য সম্পাদন করে আমরা গাভী, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, হস্তি, অশ্ব, রথ এবং নিবাসস্থলাদি অর্পণ করে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পূজা করব।

শ্লোক ৯

বিধিরেষ হ্যরিষ্টঘ্নো মঙ্গলায়নমুত্তমম্ ।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমো ভবঃ ॥ ৯ ॥

বিধিঃ—অনুমোদিত বিধান; **এষঃ**—এই; **হি**—বস্তুত; **অরিষ্ট**—অশুভ বিঘ্নাদি; **ঘ্নঃ**—ধ্বংসকারী; **মঙ্গল-অয়নম্**—সৌভাগ্য আনয়নকারী; **উত্তমম্**—শ্রেষ্ঠ; **দেব**—দেবগণের; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণ; **গবাম্**—এবং গাভীগণ; **পূজা**—পূজা; **ভূতেষু**—জীবগণের মধ্যে; **পরমঃ**—সর্বোত্তম; **ভবঃ**—পুনর্জন্ম।

অনুবাদ

এইটিই হচ্ছে আমাদের আসন্ন প্রতিকূলতা দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, আর তা নিশ্চয় পরম সৌভাগ্য আনয়ন করবে। এইরূপ দেব, দ্বিজ এবং গাভীর আরাধনার ফলে সমস্ত জীব সর্বশ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করতে পারে।

শ্লোক ১০

ইতি সর্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য প্রভাসং প্রযযু রথৈঃ ॥ ১০ ॥

ইতি—এইভাবে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **সমাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **যদু-বৃদ্ধাঃ**—যদুবংশের প্রবীণ ব্যক্তিগণ; **মধুদ্বিষঃ**—মধু নামক অসুরের শত্রু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **তথা**—তা-ই হোক; **ইতি**—এইরূপ বলে; **নৌভিঃ**—নৌকায় করে; **উত্তীর্য**—(সমুদ্র) পার হয়ে; **প্রভাসম্**—প্রভাসে; **প্রযযুঃ**—গমন করেছিলেন; **রথৈঃ**—রথে চেপে।

অনুবাদ

মধু হন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করে বয়স্ক যদুবংশীয়রা "তা-ই হোক" বলে সম্মতি জানিয়েছিলেন। নৌকা করে সমুদ্র পেরিয়ে রথে চেপে তাঁরা প্রভাস অভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

তস্মিন্ ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্বশ্রেয়োপবৃংহিতম্ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্—সেখানে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **আদিষ্টম্**—আদিষ্ট হয়ে; **যদু-দেবান্**—যদুগণের প্রভুর দ্বারা, **যাদবাঃ**—যাদবগণ; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **পরময়া**—দিব্য; **ভক্ত্যা**—ভক্তি; **সর্ব**—সকল; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা; **উপবৃংহিতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

সেখানে তাঁদের প্রভু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশমতো যাদবগণ পরম ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদন করেন। অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও তাঁরা সম্পন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১২

ততস্তস্মিন্ মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু ।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়ো যদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **তস্মিন্**—সেখানে; **মহা**—প্রচুর পরিমাণে; **পানম্**—পানীয়; **পপুঃ**—পান করেছিলেন; **মৈরেয়কম্**—মৈরেয় নামক; **মধু**—মিষ্টি স্বাদের; **দিষ্ট**—অদৃষ্টের দ্বারা; **বিভ্রংশিত**—হারিয়ে ফেলে; **ধিয়ঃ**—তাদের বুদ্ধি; **যৎ**—যে পানীয়ের; **দ্রবৈঃ**—তরল উপাদানসমূহের দ্বারা; **ভ্রশ্যতে**—বিঘ্নিত; **মতিঃ**—মন।

অনুবাদ

তারপর, তাঁরা অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা ভ্রষ্টবুদ্ধি হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে নেশাগ্রস্ত করতে পারে এমন মৈরেয় নামক মিষ্টি পানীয় প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *দিষ্ট* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে সূচিত করে। "যদুবংশের উপর অভিশাপ" নামক এই স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে, এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং দৃপ্তচেতসাম্ ।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সঙ্ঘর্ষঃ সুমহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

মহাপান—অতিরিক্ত পানের দ্বারা; **অভিমত্তানাম্**—যারা নেশাগ্রস্ত হয়েছিল; **বীরাণাম্**—বীরগণের; **দৃপ্ত**—গর্বোদ্ধত হয়ে; **চেতসাম্**—তাদের মন; **কৃষ্ণমায়া**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা; **বিমূঢ়ানাম্**—বিভ্রান্ত; **সঙ্ঘর্ষঃ**—সংঘর্ষ; **সুমহান্**—অত্যন্ত ব্যাপক; **অভূৎ**—উদ্ভূত হয়েছিল।

অনুবাদ

যদুবংশীয় বীরগণ অতিমাত্রায় পানের ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কলহ সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ১৪

যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ ।
ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈর্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ ॥ ১৪ ॥

যুযুধুঃ—যুদ্ধ করেছিল; **ক্রোধ**—ক্রোধে; **সংরব্ধাঃ**—পূর্ণরূপে বিক্ষুব্ধ হয়ে; **বেলায়াম্**—তীরে; **আততায়িনঃ**—অস্ত্রধারীগণ; **ধনুর্ভিঃ**—ধনুর দ্বারা; **অসিভিঃ**—তলোয়ার দ্বারা; **ভল্লৈঃ**—এক অদ্ভুত আকারের বাণ; **গদাভিঃ**—গদার দ্বারা; **তোমর**—বল্লম দ্বারা; **ঋষ্টিভিঃ**—এবং বর্শাসমূহ।

অনুবাদ

ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁদের তীর-ধনুক, তলোয়ার, ভল্লা, গদা, বল্লম, এবং বর্শা আদি উত্তোলন করে সেই সমুদ্রতীরে একে অপরকে আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

পতৎপতাকৈ রথকুঞ্জরাদিভিঃ
খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি ।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈঃ সুদুর্মদা
ন্যহন্ শরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপা বনে ॥ ১৫ ॥

পতৎপতাকৈঃ—পতাকা উড়িয়ে; **রথ**—রথসমূহের উপর; **কুঞ্জর**—হস্তি; **আদিভিঃ**—এবং অন্যান্য বাহন সমূহ; **খর**—গর্দভে করে; **উষ্ট্র**—উট; **গোভিঃ**—এবং বলদ;

মহিষৈঃ—মহিষসকলের উপর; নরৈঃ—মনুষ্যগণের উপর; অপি—এমনকি; মিথঃ—একত্রে; সমেত্য—সম্মিলিত হয়ে; অশ্বতরৈঃ—এবং খচ্চরে করে; সু-দুর্মদাঃ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; ন্যহন্—তারা আক্রমণ করেছিলেন; শরৈঃ—বাণসমূহের দ্বারা; দদ্ভিঃ—হস্তি দন্তের দ্বারা; ইব—যেন; দ্বীপাঃ—হস্তি সকল; বনে—বন-মধ্যে।

অনুবাদ

হস্তিসমূহ এবং উড্ডীয়মান পতাকাযুক্ত রথে, আবার গর্দভ, উট, বৃষ, মহিষ, খচ্চর, এমনকি মানুষের উপর আরোহণ করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ একত্রিত হয়ে বন্য হস্তি যেমন তাদের দন্তের দ্বারা একে অপরকে আক্রমণ করে তেমনই একে অপরকে বাণসমূহের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরা-
বক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী ।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ
গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥

প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ—প্রদ্যুম্ন এবং সাম্ব; যুধি—যুদ্ধে; রূঢ়—উন্মত্ত; মৎসরৌ—তাদের শত্রুতা; অক্রূর-ভোজৌ—অক্রূর এবং ভোজ; অনিরুদ্ধ-সাত্যকী—অনিরুদ্ধ এবং সাত্যকী; সুভদ্র সংগ্রাম জিতৌ—সুভদ্র এবং সংগ্রামজিৎ; সু দারুণৌ—হিংস্র; গদৌ—দুই গদাযোদ্ধা (একজন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা এবং অন্যজন তাঁর পুত্র); সুমিত্রাসুরথৌ—সুমিত্র এবং সুরথ; সমীয়তুঃ—একত্রে মিলিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সাম্বর বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করলেন, কুন্তিভোজের বিরুদ্ধে অক্রূর, সাত্যকীর বিরুদ্ধে অনিরুদ্ধ, সংগ্রাম জিতের বিরুদ্ধে সুভদ্র, সুরথের বিরুদ্ধে সুমিত্র এবং দু'জন গদ, একের বিরুদ্ধে অপরে পরস্পর শত্রুতা উৎপন্ন করেছিলেন।

শ্লোক ১৭

অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ
সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা
জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতা ভৃশম্ ॥ ১৭ ॥

শ্লোক ১৪

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্ ।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্ ॥ ১৪ ॥

অস্থিরায়াম্—ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; **বিকল্পঃ**—সুযোগ (যাতে শ্রীবিগ্রহকে আহ্বান এবং বিসর্জন করা যায়); **স্যাৎ**—হয়ে থাকে; **স্থণ্ডিলে**—ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রে; **তু**—কিন্তু; **ভবেৎ**—হয়ে থাকে; **দ্বয়ম্**—সেই দুটি অনুষ্ঠান; **স্নপনম্**—স্নান করানো; **তু**—কিন্তু; **অবিলেপ্যায়াম্**—বিগ্রহ কর্দম নির্মিত না হলে (আলেখ্য অথবা দারু); **অন্যত্র**—অন্যান্য ক্ষেত্রে; **পরিমার্জনম্**—মার্জন করা হবে, কিন্তু জল দ্বারা নয়।

অনুবাদ

ক্ষণস্থায়ী বিগ্রহগণকে আহ্বান করার এবং বিসর্জন দেওয়ার সুযোগ থাকে, তবে কেবলমাত্র ভূমিতে অঙ্কিত বিগ্রহের ক্ষেত্রেই সে সমস্ত বাহ্য অনুষ্ঠান সর্বদা সম্পাদন করা সম্ভব। মৃত্তিকা নির্মিত, আলেখ্য অথবা দারুময়ী বিগ্রহ ব্যতীত তাঁদেরকে জল দ্বারা স্নান করানো উচিত, তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জল ছাড়াই তাঁদের মার্জন করার বিধান আছে।

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উন্নত ভক্তরা নিজেদেরকে ভগবানের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক যুক্ত বলে জানেন, শ্রীবিগ্রহকে স্বয়ং ভগবানরূপে দর্শন করে, তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে জেনে শ্রদ্ধা পরায়ণ ভক্ত শিলা, দারু অথবা মর্মর নির্মিত ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনার স্থায়ী ব্যবস্থা করেন।

শালগ্রাম শিলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত না করলেও তাঁকে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়, এবং তাঁকে মন্ত্রের মাধ্যমে আহ্বান অথবা বিসর্জন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে, কেউ যদি পবিত্র ভূমিতে অঙ্কন করেন অথবা বালুকার দ্বারা মূর্তি তৈরি করেন, তবে সেই বিগ্রহকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করতে হবে এবং তাঁর বাহ্যরূপ ত্যাগ করতে অনুরোধ করতে হবে। কেননা প্রাকৃতিকভাবে তা সত্বর নষ্ট হয়ে যাবে।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে নিত্য বলে জানেন। তাঁরা যতই প্রেমভক্তি সহকারে বিগ্রহের নিকট আত্মসমর্পণ

পুত্রাঃ—পুত্রগণ; অযুধ্যন্—যুদ্ধ করেছিল; পিতৃভিঃ—তাদের পিতাদের সঙ্গে; ভ্রাতৃভিঃ—ভ্রাতাদের সঙ্গে; চ—এবং; স্বস্রীয়—ভাগেয়গণের সঙ্গে; দৌহিত্র—কন্যার সন্তানগণ; পিতৃব্য—পিতৃব্যগণ; মাতুলৈঃ—এবং মাতুলগণ; মিত্রাণি—বন্ধুগণ; মিত্রৈঃ—মিত্রের সঙ্গে; সুহৃদঃ—শুভাকাঙ্ক্ষীগণ; সুহৃদ্ভিঃ—শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে; জ্ঞাতীন্—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ; তু—এবং; অহন্—হত্যা করেছিলেন; জ্ঞাতয়ঃ—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনগণ; এব—বস্তুত; মূঢ়াঃ—বিভ্রান্ত।

অনুবাদ

এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পুত্রগণ পিতার সঙ্গে, ভ্রাতৃগণ ভ্রাতাদের সঙ্গে; ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যগণ এবং মাতুলগণের সঙ্গে এবং পৌত্রগণ পিতামহগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বন্ধুগণ বন্ধুগণের সঙ্গে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ শুভাকাঙ্ক্ষীগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই একে অপরকে হত্যা করেন।

শ্লোক ২০

শরেষু হীয়মানেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু ।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মানেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ ॥ ২০ ॥

শরেষু—বাণ সমূহ; হীয়মানেষু—শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে; ভজ্যমানেষু—ভঙ্গ হওয়ার ফলে; ধন্বসু—ধনুক সমূহ; শস্ত্রেষু—ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ; ক্ষীয়মানেষু—ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার; মুষ্টিভিঃ—মুষ্টির দ্বারা; জহ্রুঃ—উঠিয়ে নিয়েছিল; এরকাঃ—বেত গাছ।

অনুবাদ

তাঁদের সমস্ত ধনুক ভঙ্গ হলে এবং বাণসমূহ ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ শেষ হয়ে গেলে, তাঁরা বেত্রদণ্ডসমূহ মুক্ত হস্তে উঠিয়ে নেন।

শ্লোক ২১

তা বজ্রকল্পা হ্যভবন্ পরিঘা মুষ্টিনা ভৃতাঃ ।
জঘ্নুর্দ্বিষস্তৈঃ কৃষ্ণেন বার্যমাণাস্তু তং চ তে ॥ ২১ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত দণ্ড; বজ্র-কল্পাঃ—বজ্রের মতো কঠোর; হি—অবশ্যই; অভবন্—হয়েছিল; পরিঘাঃ—লৌহ দণ্ড; মুষ্টিনা—তাদের মুষ্টি দ্বারা; ভৃতাঃ—ধরেছিলেন; জঘ্নুঃ—আক্রমণ করেছিল; দ্বিষঃ—তাদের শত্রুগণ; তৈঃ—এই সমস্ত দ্বারা; কৃষ্ণেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; বার্যমাণাঃ—নিষিদ্ধ হলে; তু—যদিও; তম্—তাঁকে; চ—সেইসঙ্গে; তে—তাঁরা।

অনুবাদ

এই সমস্ত এরকাদণ্ড তাঁদের মুষ্টিতে ধারণ করা মাত্রই দণ্ডগুলি বজ্রের মতো কঠোর লৌহদণ্ডে পরিবর্তিত হয়। সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা যোদ্ধাগণ পুনঃ পুনঃ একে অপরকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিলেন, এবং যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরকে নিষেধ করেন, তখন তাঁরা তাঁকেও আক্রমণ করেন।

শ্লোক ২২

প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রং চ মোহিতাঃ ।
হন্তুং কৃতধিয়ো রাজন্নাপন্না আততায়িনঃ ॥ ২২ ॥

প্রত্যনীকম্—শত্রু; মন্যমানাঃ—চিন্তা করে; বলভদ্রম্—শ্রীবলরাম; চ—ও; মোহিতাঃ—বিমোহিত; হন্তুম্—হত্যা করতে; কৃতধিয়োঃ—স্থিত সঙ্কল্প, রাজন্—হে পরীক্ষিৎ মহারাজ; আপন্নাঃ—তাঁর উপর আরোপ করে; আততায়িনঃ—অস্ত্রধারীগণ।

অনুবাদ

হে রাজন্, বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁরা শ্রীবলরামকেও একজন শত্রুরূপে ভেবে, অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর দিকে ধাবিত হন।

শ্লোক ২৩

অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন ।
এরকামুষ্টিপরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি ॥ ২৩ ॥

অথ—তারপর; তৌ—তারা দুজন (কৃষ্ণ এবং বলরাম); অপি—ও; সংক্রুদ্ধৌ—প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে; উদ্যম্য—যুদ্ধে যুক্ত হয়ে; কুরু-নন্দন—হে কুরুগণের প্রিয় পুত্র; এরকা মুষ্টি—মুষ্টিতে দীর্ঘ তৃণ দণ্ড নিয়ে; পরিঘৌ—গদারূপে ব্যবহার করে; চরন্তৌ—বিচরণ করে; জঘ্নতুঃ—তারা হত্যা করতে শুরু করেন; যুধি—যুদ্ধে।

অনুবাদ

হে কুরুনন্দন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরকা দণ্ড হাতে নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে বিচরণ করে তাঁরা এই সমস্ত এরকা দণ্ড রূপ গদার দ্বারা হত্যা করতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাম্ ।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোঽগ্নির্যথা বনম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণগণের অভিশাপ দ্বারা; উপসৃষ্টানাম্—যারা শাপ গ্রস্ত হয়েছিলেন; কৃষ্ণমায়া—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা; আবৃত—আবৃত; আত্মনাম্—যাদের মন; স্পর্দ্ধা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাত; ক্রোধঃ—ক্রোধ; ক্ষয়ম্—ধ্বংস; নিন্যে—সংঘটিত হয়; বৈণবঃ—বাঁশবৃক্ষের; অগ্নিঃ—অগ্নি; যথা—যেমন; বনম্—বনে।

অনুবাদ

বাঁশবনের দাবানল যেমন সমগ্রবনকে ধ্বংস করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে এই সমস্ত যোদ্ধাগণ ভয়ানক ক্রোধে তাঁদের নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

এবং নষ্টেষু সর্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ ।
অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; নষ্টেষু—বিনষ্ট হলে; সর্বেষু—সকলে; কুলেষু—বংশের গোষ্ঠীগুলি; স্বেষু—তাঁর নিজের; কেশবঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; অবতারিতঃ—নিঃশেষিত করেছিলেন; ভুবঃ—পৃথিবীর; ভারঃ—ভার; ইতি—এইভাবে; মেনে—তিনি ভেবেছিলেন; অবশেষিতঃ—অবশিষ্ট।

অনুবাদ

এইভাবে তাঁর নিজের বংশের সমস্ত সদস্যগণ বিনষ্ট হলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবলেন যে, অবশেষে পৃথিবীর ভার বিদূরীত হয়েছে।

শ্লোক ২৬

রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্ ।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি ॥ ২৬ ॥

রামঃ—ভগবান বলরাম; সমুদ্র—সমুদ্রের; বেলায়াম্—তটে; যোগম্—ধ্যান; আস্থায়—আশ্রয় করে; পৌরুষম্—পরমপুরুষ ভগবানের; তত্যাজ—ত্যাগ করেছিলেন; লোকম্—পৃথিবী; মানুষ্যম্—মনুষ্য; সংযোজ্য—বিলীন হয়ে; আত্মানম্—তিনি স্বয়ং; আত্মনি—তাঁর নিজের মধ্যে।

অনুবাদ

তারপর ভগবান বলরাম সমুদ্রতটে উপবেশন করে নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে মগ্ন করেছিলেন। নিজেকে নিজের মধ্যে বিলীন করে তিনি এই মর জগৎ পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২৭

রামনির্যাণমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তুষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্ ॥ ২৭ ॥

রাম-নির্যাণম্—ভগবান বলরামের অন্তর্ধান; আলোক্য—দর্শন করে; ভগবান্—পরমেশ্বর; দেবকী-সুতঃ—দেবকী নন্দন; নিষসাদ—উপবেশন করেন; ধরা-উপস্থে—পৃথিবীর অঙ্কে; তুষ্ণীম্—নীরবে; আসাদ্য—প্রাপ্ত হয়ে; পিপ্পলম্—অশ্বত্থ বৃক্ষ।

অনুবাদ

ভগবান রামের অন্তর্ধান দর্শন করে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে ভূমিতে উপবেশন করেন।

শ্লোক ২৮-৩২

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া ।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৮ ॥
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চসম্ ।
কৌশেয়াম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলম্ ॥ ২৯ ॥
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাজং নীলকুন্তলমণ্ডিতম্ ।
পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্র-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ৩১ ॥
বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণে পাদমাসীনং পঙ্কজারুণম্ ॥ ৩২ ॥

বিভ্রৎ—ধারণ করেছিলেন; চতুঃ-ভুজম্—চতুর্ভুজে; রূপম্—তাঁর রূপ; ভ্রাজিষ্ণু—উজ্জ্বল; প্রভয়া—তাঁর প্রভাব দ্বারা; স্বয়া—নিজস্ব; দিশঃ—সমস্ত দিক; বিতিমিরাঃ—অন্ধকার শূন্য; কুর্বন্—করেছিলেন; বিধূম্—ধোঁয়াহীন; ইব—মতো; পাবকঃ—অগ্নি; শ্রীবৎস-অঙ্কম্—শ্রীবৎসচিহ্নধারী; ঘনশ্যামম্—মেঘের মতো ঘনশ্যাম; তপ্ত—গলিত; হাটক—স্বর্ণের মতো; বর্চসম্—তার উজ্জ্বল জ্যোতি; কৌশেয়—রেশমের; অম্বর—বস্ত্রের; যুগ্মেন—একজোড়া; পরিবীতম্—পরিহিত; সুমঙ্গলম্—সর্ব মঙ্গলময়; সুন্দর—সুন্দর; স্মিত—মৃদুহাস্য; বক্ত্র—তাঁর মুখমণ্ডল; অজম্—পদ্মের মতো; নীল—নীল; কুন্তল—কেশরাশি; মণ্ডিতম্—ভূষিত (তার মস্তক); পুণ্ডরীক—পদ্ম;

অভিরাম্—মনোহর; অক্ষম্—চক্ষুদ্বয়; স্ফুরৎ—কম্পমান; মকর—মকরাকৃতি; কুণ্ডলম্—তাঁর কর্ণ কুণ্ডল; কটি-সূত্র—কোমরবন্ধ দ্বারা; ব্রহ্ম-সূত্র—উপবীত; কিরীট—মুকুট; কটক—হস্তবলয়; অঙ্গদৈঃ—এবং বাজুবন্ধ; হার—হার; নূপুর—নূপুর; মুদ্রাভিঃ—এবং তাঁর রাজকীয় চিহ্ন সমূহ; কৌস্তুভেন—কৌস্তুভ মণি দ্বারা; বিরাজিতম্—চমৎকার; বনমালা—পুষ্পমাল্য দ্বারা; পরীত—পরিবৃত; অঙ্গম্—তাঁর অঙ্গ সমূহ; মূর্তি-মদ্ভিঃ—মূর্তিমান; নিজ—তাঁর নিজের; আয়ুধৈঃ—এবং অস্ত্র সমূহের দ্বারা; কৃত্বা—স্থাপন করে; উরৌ—তাঁর উরুর উপর; দক্ষিণে—ডান; পাদম্—তাঁর চরণ; আসীনম্—উপবিষ্ট; পঙ্কজ—পদ্মের মতো; অরুণম্—রক্তিম।

অনুবাদ

ভগবান তখন চতুর্ভুজ পরম উজ্জ্বল রূপ প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর দেহ নির্গত দ্যুতি ছিল ঠিক ধোঁয়াহীন অগ্নির মতো, আর তাতে সমস্ত দিকের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। তাঁর গাত্রবর্ণ ছিল ঘন নীল মেঘের মতো, এবং তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতি ছিল গলিতস্বর্ণের মতো, তাঁর সর্বমঙ্গলময় রূপ ছিল শ্রীবৎস সমন্বিত। মুখপদ্ম সুন্দরমৃদুহাস্য সম্বলিত, মস্তক গাঢ় নীলকেশদাম শোভিত। তাঁর পদ্মনেত্রদ্বয় অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং তাঁর মকরকুণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাঁর পরিধানে রয়েছে একজোড়া রেশম বস্ত্র, অলঙ্কৃত কোমরবন্ধ, উপবীত, হস্তবলয় এবং বাজুবন্ধ। মস্তকে চূড়া, বক্ষে কৌস্তুভমণি, হার, নূপুর আর সেইসঙ্গে তাঁর অঙ্গে ছিল রাজকীয় চিহ্নসকল। তাঁর শরীর ছিল পুষ্পমাল্য পরিবৃত এবং তাঁর নিজস্ব অস্ত্রসমূহ তাদের স্ব স্ব রূপে বিরাজমান ছিল। তিনি তাঁর পদ্মলোহিত পদতল সমন্বিত বামচরণ, তাঁর দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকো জরা ।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কয়া ॥ ৩৩ ॥

মুষল—সেই লৌহ মুষল থেকে; অবশেষ—অবশিষ্ট; অয়ঃ—লোহার; খণ্ড—খণ্ডের দ্বারা; কৃত—নির্মিত; ইষুঃ—তাঁর বাণ; লুব্ধকঃ—শিকারি; জরা—জরা নামক; মৃগ—হরিণের; আস্য—মুখের; আকারম্—আকার যুক্ত; তৎ—তাঁর; চরণম্—পাদপদ্ম; বিব্যাধ—বিদ্ধ; মৃগশঙ্কয়া—এটিকে হরিণ ভেবে।

অনুবাদ

ভগবানের শ্রীচরণকে হরিণের মুখ মনে করে ভ্রমবশত জরা নামক এক শিকারি, তখন সেই স্থানে উপনীত হয়। শিকার প্রাপ্ত হয়েছে ভেবে, সাম্বর মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড থেকে নির্মিত বাণটি ঐ শিকারি কর্তৃক ভগবানের চরণে বিদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, তীরটি "ভগবানের শ্রীচরণ বিদ্ধ করেছিল" কথাটি শিকারির দৃষ্টিভঙ্গি অভিব্যক্ত করে, কেননা সে ভেবেছিল যে, সে হরিণটিকে আঘাত করেছে। বাস্তবে ঐ তীরটি ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করেছিল মাত্র, বিদ্ধ হয়নি, কেননা ভগবানের অঙ্গসকল সচ্চিদানন্দময়। অন্যথায়, পরবর্তী শ্লোকের বর্ণনায় (শিকারিটি ভীতিগ্রস্ত হয়ে ভূমিষ্ট হয়ে ভগবানের চরণদ্বয়ের উপর মস্তক স্থাপন করেছিল) শুকদেব গোস্বামী বলতেন যে, শিকারিটি ভগবানের চরণ থেকে তার তীরটি অপসারিত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স কৃতকিল্বিষঃ ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পাদয়োরসুরদ্বিষঃ ॥ ৩৪ ॥

চতুঃ-ভুজম্—চতুর্ভুজ; তম্—সেই; পুরুষম্—ব্যক্তিত্ব; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; সঃ—সে; কৃত-কিল্বিষঃ—অপরাধ করেছে; ভীতঃ—ভীত; পপাত—পতিত হয়েছিল; শিরসা—তার মস্তক দ্বারা; পাদয়োঃ—চরণদ্বয়ে; অসুর-দ্বিষঃ—অসুরগণের শত্রু, পরমেশ্বরের।

অনুবাদ

তারপর, চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করে সেই শিকারিটি তার দ্বারা কৃত অপরাধের জন্য অত্যন্ত ভীত হয়ে সে ভগবানের চরণে পতিত হয় এবং অসুরগণের শত্রুর শ্রীপাদপদ্মে তার মস্তক স্থাপন করে।

শ্লোক ৩৫

অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন ।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমঃশ্লোক মেঽনঘ ॥ ৩৫ ॥

অজানতা—যে না জেনে আচরণ করেছিল; কৃতম্—করা হয়েছে; ইদম্—এই; পাপেন—পাপিষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা; মধুসূদন—হে মধুসূদন; ক্ষন্তুম্-অর্হসি—অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন; পাপস্য—পাপি ব্যক্তির; উত্তমঃ-শ্লোক—হে মহিমান্বিত ভগবান; মে—আমার; অনঘ—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

জরা বলল—হে ভগবান মধুসূদন—আমি একজন অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি এই কার্য করেছি। হে পরমপবিত্র ভগবান, হে উত্তমশ্লোক, অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।

শ্লোক ৩৬

যস্যানুস্মরণং নৃণাং অজ্ঞানধ্বান্তনাশনম্ ।
বদন্তি তস্য তে বিষ্ণো ময়াসাধু কৃতং প্রভো ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যাকে; অনুস্মরণম্—নিরন্তর স্মরণ; নৃণাম্—সমস্ত মানুষের; অজ্ঞান—অজ্ঞতার; ধ্বান্ত—অন্ধকার; নাশনম্—বিনাশকারী; বদন্তি—বলে থাকেন; তস্য—তার প্রতি; তে—আপনি; বিষ্ণো—হে ভগবান বিষ্ণু; ময়া—আমার দ্বারা; অসাধু—ভুলক্রমে; কৃতম্—করা হয়েছে; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, আমি আপনার নিকট অপরাধ করেছি! হে ভগবান বিষ্ণু, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন যে, নিরন্তর আপনার স্মরণকারী ব্যক্তির অজ্ঞান-অন্ধকার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৩৭

তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকম্ ।
যথা পুনরহং ত্বেবং ন কুর্যাং সদতিক্রমম্ ॥ ৩৭ ॥

তৎ—সুতরাং; মা—আমাকে; আশু—শীঘ্র; জহি—হত্যা করুন; বৈকুণ্ঠ—হে বৈকুণ্ঠেশ্বর; পাপ্মানম্—পাপিষ্ঠ; মৃগলুব্ধকম্—হরিণশিকারি; যথা—যাতে; পুনঃ—পুনরায়; অহম্—আমি; তু—বস্তুত; এবম্—এইরূপ; ন কুর্যাম্—যেন না করি; সৎ—সাধুব্যক্তিদের বিরুদ্ধে; অতিক্রমম্—লঙ্ঘন।

অনুবাদ

অতএব, হে বৈকুণ্ঠপতি অনুগ্রহপূর্বক এই পাপিষ্ঠ পশুশিকারিকে অবিলম্বে হত্যা করুন, যাতে সে পুনরায় সাধু ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এইরূপ অপরাধ না করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যদুবংশের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর শিকারির আক্রমণ, এই সমস্তই ভগবানের লীলার ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়াকলাপ মাত্র। প্রমাণ অনুসারে যদুবংশের সদস্যগণের মধ্যে কলহ সংঘটিত হয়েছিল সূর্যাস্তকালে; তারপর ভগবান সরস্বতী নদীর তীরে উপবেশন করেছিলেন। বলা হয়েছে যে, শিকারিটি হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটি নিতান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ—সে সময়ে ৫৬ কোটির উপর যোদ্ধা সবেমাত্র মহা কোলাহল মুখর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং সেই স্থানটিতে রক্তের বন্যা প্রবাহিত আর মৃত

দেহগুলি বিক্ষিপ্তভাবে তখনও ছড়ানো রয়েছে—সেইস্থানে, একজন সাধারণ শিকারি একটি হরিণ শিকারের চেষ্টায় এসে উপনীত হবে। হরিণেরা স্বভাবতই ভীত এবং সন্ত্রস্ত, তা হলে, কীভাবে কোন হরিণ এইরূপ বিশাল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দৃশ্যের মধ্যে দেখা যেতে পারে, এবং শিকারিটিই বা এইরূপ হত্যাকাণ্ডের মাঝে নিশ্চিন্তে তার নিজকার্যে কীভাবে যেতে পারল? সুতরাং, যদুবংশের অন্তর্ধান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পৃথিবী থেকে অন্তর্ধান কোনও জাগতিক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং সেগুলি ছিল ভগবানের অভিব্যক্ত ভৌমলীলা সম্বরণের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

যস্যাত্মযোগরচিতং ন বিদুর্বিরিঞ্চো
রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়ো গিরাং যে ।
ত্বন্মায়য়া পিহিতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ
কিং তস্য তে বয়মসদ্গতয়ো গৃণীমঃ ॥ ৩৮ ॥

যস্য—যার; আত্মযোগ—স্বীয় অলৌকিক শক্তি দ্বারা; রচিতম্—উৎপন্ন; ন বিদুঃ—তাঁরা বোঝেন না; বিরিঞ্চঃ—শ্রীব্রহ্মা; রুদ্র-আদয়ঃ—শিব এবং অন্যরা; অস্য—তার; তনয়াঃ—পুত্রগণ; পতয়ঃ—পতিগণ; গিরাম্—বেদবাক্যের; যে—যারা; ত্বৎ-মায়য়া—আপনার মায়াশক্তির দ্বারা; পিহিত—আবৃত; দৃষ্টয়ঃ—যার দৃষ্টিশক্তি; এতৎ—এর; অঞ্জঃ—প্রত্যক্ষ; কিম্—কি; তস্য—তাঁর; তে—তোমার; বয়ম্—আমরা; অসৎ—অপবিত্র; গতয়ঃ—যার জন্ম; গৃণীমঃ—বলব।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা, তাঁর রুদ্রাদি পুত্রগণ, বা কোন বেদমন্ত্রবিৎ মহর্ষি, কেউই আপনার অলৌকিক শক্তির কার্যকলাপ উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনার মায়াশক্তি তাঁদের দৃষ্টি আবৃত করে রাখায় কীভাবে আপনার অলৌকিক শক্তি কার্য করে, সে সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ থাকেন। সুতরাং, নিকৃষ্টকুলজাত আমার মতো ব্যক্তি, কি আর বলতে পারে?

শ্লোক ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা ভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে ।
যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; মা ভৈঃ—ভয় পেয়ো না; জরে—হে জরা; ত্বম্—তুমি; উত্তিষ্ঠ—ওঠো; কামঃ—বাসনা; এষঃ—এই; কৃতঃ—করেছে; হি—বস্তুত; মে—আমার; যাহি—গমন কর; ত্বম্—তুমি; মৎ-অনুজ্ঞাতঃ—আমার দ্বারা অনুমোদিত; স্বর্গম্—চিন্ময় জগতে; সুকৃতিনাম্—সুকৃতিগণের; পদম্—ধাম।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় জরা, ভয় পেয়ো না। তুমি ওঠো। যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আমারই অভিপ্রায়। আমার অনুমতিক্রমে তুমি এখন সুকৃতিগণের ধাম বৈকুণ্ঠ জগতে গমন কর।

শ্লোক ৪০

ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা ।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ ॥ ৪০ ॥

ইতি—এইভাবে; আদিষ্টঃ—আদিষ্ট; ভগবতা—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; কৃষ্ণেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; ইচ্ছা-শরীরিণা—নিজের ইচ্ছা মতো যাঁর দিব্য শরীর প্রকাশিত হয়; ত্রিঃ—তিনবার; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; তম্—তাঁকে; নত্বা—প্রণতি জানিয়ে; বিমানেন—একখানি স্বর্গীয় বিমান দ্বারা; দিবম্—নভোমধ্যে; যযৌ—গমন করেন।

অনুবাদ

নিজের ইচ্ছামতো দিব্য দেহধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, সেই শিকারি ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করে। তারপর তার জন্য আগত বিমানে আরোহণ করে শিকারি বৈকুণ্ঠ জগতে গমন করল।

শ্লোক ৪১

দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্য তাম্ ।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ ॥ ৪১ ॥

দারুকঃ—দারুক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথী; কৃষ্ণ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; পদবীম্—আনুসঙ্গিক অংশ; অন্বিচ্ছন্—খোঁজ করা; অধিগম্য—অধিকার করে; তাম্—এইটি; বায়ুম্—বায়ু; তুলসিকা-আমোদম্—তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণে আমোদিত; আঘ্রায়—আঘ্রাণ করে; অভিমুখম্—তাঁর দিকে; যযৌ—গমন করেছিল।

অনুবাদ

সেই সময় দারুক তার প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছিল। যে স্থানে ভগবান উপবিষ্ট ছিলেন তার নিকটবর্তী হতেই সেখান থেকে প্রবাহিত মৃদু বায়ুতে তুলসী মঞ্জরীর সুঘ্রাণ অনুভব করে দারুক সেই দিকেই গমন করে।

শ্লোক ৪২

তং তত্র তিগ্মদ্যুভিরায়ুধৈর্বৃতং
হ্যশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিম্ ।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়ো
রথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাঁকে; তত্র—সেখানে; তিগ্ম—উজ্জ্বল; দ্যুভিঃ—যার দ্যুতি; আয়ুধৈঃ—তাঁর অস্ত্রের দ্বারা; বৃতম্—পরিবৃত; হি—অবশ্যই; অশ্বত্থ—অশ্বত্থবৃক্ষ; মূলে—মূলে; কৃত-কেতনম্—বিশ্রাম করছেন; পতিম্—তার প্রভু; স্নেহ—স্নেহের ফলে; প্লুত—অভিভূত হয়েছিল; আত্মা—তাঁর হৃদয়; নিপপাত—পতিত হয়; পাদয়োঃ—তাঁর চরণে; রথাৎ—রথ থেকে; অবপ্লুত—শীঘ্র অবতরণ করে; সবাষ্প—অশ্রুপূর্ণ; লোচনঃ—তার চক্ষুদ্বয়।

অনুবাদ

দারুক তার প্রভু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর উজ্জ্বল অস্ত্র-শস্ত্র পরিবৃত হয়ে অশ্বত্থ মূলে বিশ্রামরত অবস্থায় দর্শন করে, ভগবানের প্রতি তার হৃদয়স্থ স্নেহ সংবরণ করতে পারল না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে শীঘ্র রথ থেকে অবতরণ করে সে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হল।

শ্লোক ৪৩

অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভো
দৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শান্তিং
যথা নিশায়ামুডুপে প্রণষ্টে ॥ ৪৩ ॥

অপশ্যতঃ—দর্শন করছি না; ত্বৎ—আপনার; চরণ-অম্বুজম্—চরণাম্বুজ; প্রভোঃ—হে প্রভু; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টিশক্তি; প্রণষ্টা—নষ্ট হয়েছে; তমসি—অন্ধকারে; প্রবিষ্ট—প্রবেশ করে; দিশঃ—দিকসমূহ; ন জানে—আমি জানি না; ন লভে—আমি লাভ করতে

পারছি না; চ—এবং; শান্তিম্—শান্তি; যথা—ঠিক যেমন; নিশায়াম্—রাত্রে; উড়ুপে—যখন চন্দ্র; প্রণষ্টে—অবলুপ্ত হলে।

অনুবাদ

দারুক বলল—চন্দ্রবিহীন রাত্রে অন্ধকারে বিলীন হয়ে মানুষ যেমন রাস্তা খুঁজে পায় না, তেমনই আমি এখন আপনার চরণাম্বুজের দর্শন হারিয়ে, হে প্রভু, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমি অন্ধকারে অন্ধের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কোথায় যাব জানি না, আবার শান্তিও পাচ্ছি না।

শ্লোক ৪৪

ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথো গরুড়লাঞ্ছনঃ ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজ উদীক্ষতঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি—এইভাবে; ব্রুবতি—সে যখন বলছিল; সূতে—সারথি; বৈ—বস্তুত; রথঃ—রথটি; গরুড়-লাঞ্ছনঃ—গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত; খম—আকাশে; উৎপাত—ওঠে; রাজ-ইন্দ্র—হে রাজেন্দ্র (পরীক্ষিৎ); স-অশ্ব—অশ্বগুলি সহ; ধ্বজঃ—এবং পতাকা; উদীক্ষতঃ—লক্ষ্য করতেই, লক্ষ্য করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজেন্দ্র, সারথি কথা বলতে বলতেই, তার চোখের সামনে ভগবানের গরুড়ধ্বজ চিহ্নিত, ধ্বজ এবং অশ্বগণসহ রথটি আকাশে উত্থিত হল।

শ্লোক ৪৫

তমন্বগচ্ছন্ দিব্যাণি বিষ্ণুপ্রহরণানি চ ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

তম্—সেই রথ; অন্বগচ্ছন্—অনুগমন করছিল; দিব্যানি—দিব্য; বিষ্ণু—ভগবান বিষ্ণুর; প্রহরণানি—অস্ত্রসমূহ; চ—এবং; তেন—সেই ঘটনার দ্বারা; অতিবিস্মিত—আশ্চর্যান্বিত; আত্মানম্—তার মন; সুতম্—সারথিকে; আহ—বললেন; জনার্দনঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত দিব্য অস্ত্র উত্থিত হয়ে রথের অনুগমন করল। এই সমস্ত দর্শন করে পরম আশ্চর্যান্বিত রথের সারথিকে তখন ভগবান জনার্দন বললেন—

শ্লোক ৪৬

গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্যাণং বন্ধুভ্যো ব্রূহি মদ্দশাম্ ॥ ৪৬ ॥

গচ্ছ—গমন কর; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **সূত**—হে সারথি; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁদের জ্ঞাতীগণের; **নিধনম্**—নিধন; **মিথঃ**—পরস্পর; **সঙ্কর্ষণস্য**—ভগবান বলরামের; **নির্যাণম্**—অন্তর্ধান; **বন্ধুভ্যঃ**—আমাদের আত্মীয়গণকে; **ব্রূহি**—বলবে; **মৎ-দশাম্**—আমার অবস্থা।

অনুবাদ

হে সারথি, তুমি দ্বারকায় গমন করে কীভাবে তাদের প্রিয়জনেরা একে অপরকে বিনাশ করেছে, সেকথা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে বলবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে শ্রীসংকর্ষণের অন্তর্ধান এবং আমার বর্তমান অবস্থা বলবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র এবং অশ্বগণ সহ তাঁর রথটিকে সারথি ছাড়াই বৈকুণ্ঠে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, কেননা পৃথিবীতে সারথি দারুকের তখনও কিছু অন্তিম সেবা করণীয় ছিল।

শ্লোক ৪৭

দ্বারকায়াং চ ন স্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ স্ববন্ধুভিঃ ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥ ৪৭ ॥

দ্বারকায়াম্—দ্বারকায়; **চ**—এবং; **ন স্থেয়ম্**—থাকা উচিত নয়; **ভবদ্ভিঃ**—তোমরা; **চ**—এবং; **স্ব-বন্ধুভিঃ**—আত্মীয়-স্বজনগণসহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্যক্তাম্**—পরিত্যক্ত; **যদু-পুরীম্**—যদুবংশীয়গণের রাজধানী; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **প্লাবয়িষ্যতি**—প্লাবিত করবে।

অনুবাদ

যদুবংশীয়গণের রাজধানী দ্বারকায়, তুমি এবং তোমার আত্মীয় স্বজনগণের থাকা উচিত নয়, কেননা আমি ঐ নগর পরিত্যাগ করলেই সমুদ্র তাকে প্লাবিত করবে।

শ্লোক ৪৮

স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্বে আদায় পিতরৌ চ নঃ ।
অর্জুনেনাবিতাঃ সর্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ ॥ ৪৮ ॥

স্বম্ স্বম্—নিজ নিজ; পরিগ্রহম্—পরিবার; সর্বে—তারা সকলে; আদায়—গ্রহণ করে; পিতরৌ—পিতামাতা; চ—এবং; নঃ—আমাদের; অর্জুনেন—অর্জুন কর্তৃক; অবিতাঃ—রক্ষিত; সর্বে—সকল, ইন্দ্রপ্রস্থম্—ইন্দ্রপ্রস্থে; গমিষ্যথ—তোমাদের যাওয়া উচিত।

অনুবাদ

তোমরা তোমাদের পরিবার এবং আমার পিতামাতা সহ, অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবে।

শ্লোক ৪৯

ত্বং তু মদ্ধর্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ ॥ ৪৯ ॥

ত্বম্—তুমি; তু—অবশ্য; মৎ-ধর্মম্—আমার ভক্তিযোগে; আস্থায়—দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে; জ্ঞান-নিষ্ঠঃ—জ্ঞাননিষ্ঠ; উপেক্ষকঃ—উদাসীন; মৎ-মায়া—আমার মায়াশক্তির দ্বারা; রচিতাম্—সৃষ্ট; এতাম্—এই; বিজ্ঞায়—উপলব্ধি করে; অপশমম্—বিক্ষোভ থেকে মুক্তি; ব্রজ—লাভ কর।

অনুবাদ

দারুক, তোমার উচিত দিব্য জ্ঞানে নিবিষ্ট এবং জড় বিচারের প্রতি অনাসক্ত থেকে আমার প্রতি দৃঢ় ভক্তিতে অধিষ্ঠিত হওয়া। এই সমস্ত লীলাকে আমার মায়াশক্তির প্রদর্শন রূপে জেনে তোমার শান্ত থাকা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, তু শব্দটি সূচিত করে, দারুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৈকুণ্ঠ থেকে আগত একজন নিত্যমুক্ত পার্ষদ। সুতরাং অন্যেরা হয়তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার দ্বারা বিমোহিত হতে পারে; তা সত্ত্বেও দারুক যেন দিব্য জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে শান্ত থাকেন।

শ্লোক ৫০

ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ ।
তৎপাদৌ শীর্ষ্ণ্যুপাধায় দুর্মনাঃ প্রযযৌ পুরীম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি—এইভাবে; উক্তঃ—আদিষ্ট হয়ে; তম্—তাকে; পরিক্রম্য—প্রদক্ষিণ করে; নমঃ-কৃত্য—প্রণাম জানিয়ে; পুনঃ পুনঃ—বার বার; তৎ পাদৌ—তাঁর পাদপদ্ম,

শীর্ষ্ণি—মস্তকের উপর; **উপাধায়**—স্থাপন করে; **দুর্মনাঃ**—দুঃখিত মনে; **প্রযযৌ**—সে গমন করেছিল; **পুরীম্**—শহরে।

অনুবাদ

এইভাবে আদিষ্ট হয়ে, দারুক ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে, বার বার তাঁকে প্রণাম করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তার মস্তকে ধারণ করে দুঃখিত হৃদয়ে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'যদুবংশের অন্তর্ধান' নামক ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।